সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

ছোটদের আখলাক সিরিজ

এক মলাটে ১০টি বই

শাবান মুস্তফা কাযামিল, ইয়াসির আলী নূর
মুস্তফা আহমাদ আলী, মুহাম্মাদ মাহমুদ কাযি
আহমাদ মুহাম্মাদ হাসান, আবদুল আযিয সাইয়িদ হাশিম

অনুবাদ
আদীবা আফরিন

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

এক মলাটে ১০টি বই ছোটদের আখলাক সিরিজ

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪৩ / মে ২০২২
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ; +৮৮০১৩১৭৯৪২৪১৭

ISBN : 978-984-95997-7-7

মূল্য : ৳৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র) USD 10.00

অনলাইন শপ
www.islamibooks.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র প্রকাশ পায়, তাকে আখলাক বলে। 'আখলাক' আরবী শব্দ; 'খুলুকুন'-এর বহুবচন। এর অর্থ—চরিত্র বা স্বভাব। মানবজীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সকল দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের উত্তম গুণাবলী যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি তার নিকৃষ্ট চরিত্র নিন্দনীয়। ইসলামই মানবজাতিকে উত্তম আখলাকের শিক্ষা দিয়েছে। যুগে যুগে অবিশ্বাসীরা মুসলিমদের আখলাক দেখেই ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আধুনিক মুসলিমদের বেশিরভাগই উত্তম আখলাক গড়ার ব্যাপারে সচেতন নন। এজন্য দেখা যায়, অনেকে ইবাদত-বন্দেগী করলেও আচার-আচরণে নিন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।' (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৩২১)

কুরআন ও হাদীসে সকল প্রকার মানবীয় গুণাবলী ও সুকুমারবৃত্তি-সমূহের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এর পাশাপাশি সকল প্রকার কদাচার ও অনাচার থেকে বেঁচে থাকারও সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। এগুলো প্রতিটি মুসলিমেরই জানা আবশ্যক। *ছোটদের আখলাক সিরিজ* গ্রন্থটিতে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। ইখলাস, আমানত, বদান্যতা, ক্ষমা, সততা, ধৈর্য, দয়া, কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও ভরসা—এই দশটি মহান বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে রচিত দশটি গ্রন্থকে এক মলাটে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থগুলোর রচয়িতাগণ সবাই প্রসিদ্ধ আরব লেখক ও ইসলামী সাহিত্যিক। কুরআন-হাদীসের আলোকে এখানে চারিত্রিক উৎকর্ষতার বাস্তবভিত্তিক কিছু ঘটনাবলী গল্পাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে শিশু-কিশোররা নিজেদের মধ্যে এসব মহান গুণাবলী বিকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

আমরা গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটিকে কবুল করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
২৫ মে ২০২২

সূচীপত্র

ইখলাসের গল্প

সর্বপ্রথম যারা জাহান্নামে যাবে	১০
শহীদ ও জান্নাত	১১
কান্নার কারণ	১২
উজ্জ্বল চেহারা	১৩
গোপন শিরক	১৪
একজন আবেদ ও দুই দিনার	১৪
দুর্গের ফাটল	১৬
আন্তরিক ব্যক্তি	১৭
মুহাজিরে উম্মে ক্বাইস	১৮
জান্নাতে যাওয়ার বাক্য	১৮
ইখলাসের প্রতিদান	১৯
মুক্তি পেল তারা	২০
মূল্যবান থলে	২১
রবের সাক্ষাত	২২
প্রত্যাখ্যাত সালাত	২৩

আমানতের গল্প

একজন শক্তিমান ও বিশ্বস্ত মানুষ	২৬
জাহাজ ও এক খন্ড কাঠ	২৭
পুঁতে রাখা স্বর্ণ	২৮
বিরল বিশ্বস্ততা	২৯
বিশ্বস্ত রাখাল	৩০
খোদাভীরু কন্যা	৩১
কাপড় ও কাফেলা	৩২
ভেজা খাদ্যশস্য	৩৪
সম্পদের পবিত্রতা	৩৪
গোপন বিষয়	৩৫
রেশমী কাপড়	৩৬
গনিমতের চাদর	৩৭
ষড়যন্ত্র	৩৮
উপহার	৩৯
মণি-মুক্তো	৩৯

বদান্যতার গল্প

আসমাঈ ও তার বন্ধু	৪২
লাভজনক ব্যবসা	৪৩
ক্ষমা করে দিলেন সকল ঋণ	৪৪
বাড়ি ও তার বিক্রয়মূল্য	৪৬
সবই তোমাদের	
তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো	৪৬
ঋণগ্রস্ত বন্ধু	৪৭
গোপনে দান	৪৮
সর্বাধিক দানশীল আল্লাহ	৪৯
কল্যাণের প্রতিযোগিতা	৫০
যুননুরাইনের বদান্যতা	৫১
পরিতৃপ্ত হলো শিশুরা	৫২
জান্নাতের খেজুর গাছ	৫৩
শেষ হয়ে গেল দিরহাম	৫৪
আতিথেয়তা	৫৫

ক্ষমার গল্প

সর্বোত্তম মানুষের ক্ষমা	৫৮
নবীজীর ক্ষমা	৫৯
প্রাপ্য প্রতিদান	৬০
স্বর্ণের প্রাসাদ	৬০
সাধারণ ক্ষমা	৬১
প্রত্যাশিত ক্ষমা	৬২
ইউসুফ আ.-এর ক্ষমা	৬৩
ক্ষমা ও অনুগ্রহ	৬৪
প্রকৃত ক্ষমা	৬৫
আমীরুল মুমিনীনের ক্ষমা	৬৬
রাসূলের বংশধর	৬৭
পরস্পর বিবাদ, এরপর!	৬৭
আবু বকর রা.-এর ক্ষমা	৬৯
উম্মুল মুমিনীনের ক্ষমা	৭০
সামান্য ভুল	৭১

সততার গল্প
সততাই বল ৭৪
মিথ্যাবাদী হলেও সে
সত্য বলেছে ৭৫
একটি মিথ্যা এবং যুদ্ধ ৭৬
সত্যই যথেষ্ট ৭৭
বালক ও ডাকাত ৭৮
মিথ্যাবাদীর পরিণাম ৭৯
আল্লাহ সত্য বলেছেন ৮০
একজন আলেম ও বেদুঈন ৮১
খেজুর এবং মিথ্যা ৮২
সততা এবং তাওবা ৮৩
যে কথার সত্যায়ন করলেন ৮৫
স্বয়ং আল্লাহ
পরম সত্যনিষ্ঠ ৮৬

ধৈর্যের গল্প
দরিদ্রদের ধৈর্য ৯০
আহাদ... আহাদ ৯১
তাড়াহুড়ো করছ তোমরা ৯১
ধৈর্যশীল মা ৯২
আইয়ুব আ.-এর ধৈর্য ৯৩
ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের
প্রত্যাশা করব ৯৪
ধৈর্য ও বিচক্ষণতা ৯৬
বিপদের প্রথম সময় ৯৭
ধৈর্য ও দয়া ৯৮
ধৈর্য ও জান্নাত ৯৯
হিসাব গ্রহণের পূর্বে ৯৯
ধৈর্য ও লজ্জাশীলতা ১০০
ধৈর্য থেকে শিক্ষা ১০১
আনুগত্যে ধৈর্য ১০২
মাকবুল দুআ ১০৩

দয়ার গল্প
কবুতর ও কবুতরের ছানা ১০৬
পবিত্র চুমু ১০৬
প্রশস্ত রহমত ১০৭
গোলাম ও চাবুক ১০৭
জীবজন্তুর প্রতি দয়া ১০৮
ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতি ১০৯
বন্দিনী ১১০
উটের কান্না ১১০
বন্দী পাখিটি ১১১
দয়া ও সুবিচার ১১১
দয়া ইসলামের সৌন্দর্য ১১২
দয়া ইসলামের সৌন্দর্য ১১৩
কান্নারত শিশু ১১৪
কঠিন প্রশ্ন ১১৫

কৃতজ্ঞতার গল্প
আল্লাহর নবীর কৃতজ্ঞতা ১১৮
পরম প্রতিদান দাতা ১১৯
তিন ব্যক্তি ১১৯
একটি খেজুর ১২২
তাকবীরের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা ১২৩
পিপাসার্ত কুকুর ১২৪
আল্লাহ অধিক কৃতজ্ঞ ১২৪
কুকুরের কৃতজ্ঞতা ১২৫
বৃদ্ধার উদারতা ১২৬
কৃতজ্ঞতার সিজদা ১২৭
অভিযোগ ১২৭

আনুগত্যের গল্প
আনুগত্যশীলা ১৩০
আনুগত্য এবং বিবাহ! ১৩০
স্বর্ণের আংটি ১৩১
যুদ্ধের ময়দানে আনুগত্য ১৩২
আনুগত্যের উপদেশ ১৩২
দুজন আমির ১৩৩
আনুগত্যের নীতি ১৩৪
আমিরের নির্দেশ ১৩৫
অবাধ্য পুত্র ১৩৫
ফেরেশতাদের সিজদা ১৩৭
কুরআনের নিষেধাজ্ঞা ১৩৭
অবরোধ ১৩৮
আননুগত্য ও উৎসর্গ ১৩৯
আনুগত্যশীল সাহাবী ১৪০

ভরসার গল্প
জান্নাতীদের আখলাক ১৪২
দুই বিবাদী ১৪৩
ইয়ামানবাসীর ভরসা ১৪৩
অন্যের ওপর নির্ভরতা ১৪৪
আল্লাহ ভরসা ১৪৫
সফরের আসবাব ১৪৫
মুক্তি ১৪৬
গণক মিথ্যা বলে ১৪৭
মুমিনদের কথা ১৪৮
ভীত-সন্ত্রস্ত হবার দিন ১৪৯
সাওর পাহাড়ের গুহা ১৪৯
আল্লাহর নির্দেশ ১৫০
প্রকৃত ভরসা ১৫১
বকরী ও সুঁই ১৫২

কিছু কথা

ইখলাসের গল্প! হ্যাঁ কিশোর বন্ধুরা! ভাবছ, ইখলাস আবার কী জিনিস? তাই তো? তোমাদের অনেকেই হয়তো বোঝো না ইখলাসের অর্থ কী! কেউ কেউ হয়তো বোঝো! আমি কিন্তু সবাইকেই বলছি। শোনো তাহলে! মন দিয়ে শুনবে, কেমন? নইলে তোমাদের ছোট্ট ভাইবোন—যারা এখনও বই পড়তে শেখেনি, তাদেরকে বুঝিয়ে বলবে কী করে?

ইখলাস অর্থ আন্তরিকতা, সততা। একজন মুসলিমের যেসকল গুণাবলী থাকা আবশ্যক তার মাঝে অন্যতম হলো ইখলাস। বলতে পারো এটিই হচ্ছে প্রধান ও মূল। বান্দা তার ইবাদাতসহ সমস্ত ভালো কাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁকে রাজি-খুশির উদ্দেশ্যে করাকে ইখলাস বলে। আল্লাহ তাযালা তাঁর নবী, রাসূল ও সকল মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তাদের কথা-কাজ ইখলাসপূর্ণ হয়। তিনি তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন—'হে নবী! বলুন, আমি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।' (সূরা যুমার : আয়াত নং-১১)। কুরআনুল কারীমে অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন—বলুন, 'আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও মৃত্যু জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলারই উদ্দেশ্যে।' (সূরা আনআম : আয়াত নং-১৬২)

বন্ধুরা! ভেবে দেখো তো! আমরা যদি সবসময় সকল কাজ ইখলাসের সঙ্গে করি, তবে আল্লাহ আমাদের ওপর কত খুশি হবেন! চল, এখন থেকেই প্রতিজ্ঞা করি! আমাদের কথা, কাজ, ইবাদাত—সবকিছু হবে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে!

এ বইয়ে ইখলাস সম্পর্কিত বেশকিছু গল্প ও ঘটনা আছে। তবে মিথ্যে-বানানো গল্প নয়! একেবারে আগাগোড়া সত্য! কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস থেকে নেওয়া। এবার তাহলে শুরু করা যাক!—**শাবান মুস্তফা কাযামিল**

সর্বপ্রথম যারা জাহান্নামে যাবে

তিন শ্রেণির লোক সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে—ক্বারী, শহীদ ও ধনী। আল্লাহ তাআলা ক্বারীকে জিজ্ঞেস করবেন—আমি আমার রাসূলের নিকট যা প্রেরণ করেছি, তা কি তোমাকে শিখাইনি?

সে বলবে—অবশ্যই, আপনি আমাকে তা শিখিয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করবেন—তুমি যা শিখেছ, সে অনুযায়ী কোন কোন আমল করেছ?

সে বলবে—আমি দিন-রাত কুরআন তিলাওয়াত করেছি।

আল্লাহ তাআলা বলবেন—তুমি মিথ্যে বলছ, বরং তুমি কুরআন পাঠ করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে বলা হবে বড় ক্বারী, তিলাওয়াতকারী। আর তা তো বলা হয়েছে।

এরপর নিয়ে আসা হবে ধনী ব্যক্তিকে। আল্লাহ যাকে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ দান করেছিলেন। তিনি তাকে বলবেন—আমি কি তোমাকে প্রাচুর্য দেইনি, যাতে তুমি অন্যের মুখাপেক্ষী না হও?

সে বলবে—অবশ্যই দিয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করবেন—আমার দেওয়া সম্পদ কোন কাজে খরচ করেছ তুমি?

সে জবাব দেবে—দান-সাদাকা করেছি। আত্মীয় স্বজনের খোঁজ-খবর নিয়েছি।

আল্লাহ বলবেন—মিথ্যে বলছ তুমি। বরং তুমি এসব করেছ এ কারণে যে, মানুষ তোমাকে দানবীর বলবে। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে।

এরপর হাজির করা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন—তুমি কীভাবে নিহত হয়েছ?

সে জবাব দেবে—আমি তো আপনার পথে জিহাদ করতে আদিষ্ট ছিলাম। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি।

তিনি বলবেন—তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে বলা হবে অমুক ব্যক্তি বীরযোদ্ধা। লোকেরা তাই বলেছে।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এদের সবাইকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

শহীদ ও জান্নাত

আমর ইবনে সাবেত। আবদে আশহাল গোত্রের লোক। তাকে উসাইরাম বলেই ডাকে সবাই। সে ছিল কাফের। তার গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেও সে তার পূর্বপুরুষদের ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। কেউ তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলে একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করত সে আহ্বান।

বেশ কিছুদিন পর। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠেছে। উহুদ প্রান্তরে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ। উসাইরাম তরবারী হাতে রওনা হলো উহুদ অভিমুখে। সেখানে পৌঁছে মুসলমানদের কাতারে মিশে গেল। তাদের হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল বীরবিক্রমে। লড়াই করতে করতে তীর-বর্শার আঘাতে মারাত্মক কতগুলো জখম হলো তার শরীরে। এ অবস্থায়ও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল উসাইরাম। একপর্যায়ে দুর্বল হয়ে হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আবদে আশহাল গোত্রের কয়েকজন দাঁড়িয়ে কথা বলছে। যুদ্ধে আশহাল গোত্রের কজন শহীদ হয়েছে, আহত কজন.. এসবই তাদের আলোচনার বিষয়। হঠাৎ তাদের চোখ গেল উসাইরামের দিকে। মাটিতে পড়ে আছে সে। পুরো শরীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। কয়েক জায়গা হতে প্রবল রক্তক্ষরণও হচ্ছে।

লোকেরা ভীষণ অবাক হলো। একি! যুদ্ধে আসার আগেও না তাকে কাফের দেখে এলাম। যে কিনা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অবিশ্বাস করত। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, কেনো এমন করলে তুমি? নিজ গোত্রের ওপর নাকি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে?

সে বলল—না, বরং ইসলামের প্রতি আকৃষ্টতাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এরপর সকালে বেরিয়ে পড়েছি তরবারি হাতে। আর তারপর কী হলো তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

কিছুক্ষণ পরই শাহাদাত বরণ করলেন তিনি। সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর কাছে তার কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, নিশ্চয় সে জান্নাতের অধিবাসী!

কান্নার কারণ

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখলেন, নবীজীর কবরের পাশে বসে মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কাঁদছ কেন?

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শোনা কিছু বিষয় আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি—সামান্যতম রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো মানসিকতাও শিরক। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো ওলীর (বন্ধু) সাথে শত্রুতা করল, সে যেন আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন সৎকর্মশীল, আল্লাহভীরু ও আত্মগোপনকারী বান্দাদের। যারা দৃষ্টির আড়াল হলে কেউ তাদের খোঁজ